প্রাক্‌কথন

ছোটবেলায় মায়ের মুখে বারবার মধ্যযুগীয় কাব্যাকাশের শ্রুতি-মাধুর্য্য ঝংকার-ধ্বনি মনের গহীনলোকে প্রবেশ করার ফলে সে যুগের সাহিত্যের প্রতি তখন থেকেই খানিকাংশে দরদী হয়ে উঠি। তারপর একে একে পাঠশালা, প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক বাংলা নিয়ে স্নাতক হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়ে চাকুরির আশায় দিন রাত এক করে দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় পেটের টানে প্রাইভেট টিউশন করতে শুরু করলাম। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী এল। সবাই স্নাতকোত্তরের। প্রায় সকলেই পড়াশুনায় কিছুটা ফাঁকি দেওয়ার জন্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে স্পেশাল পেপার হিসেবে নিয়েছে। আর আমার স্পেশাল পেপার উপন্যাস ও ছোটগল্প। কিন্তু এদিকে পেটের দায়ে তাদের তো পড়াতেই হবে! সেই থেকে আমি ঝুঁকে পড়ি মধ্যযুগের সাহিত্য-ফসলের দরবারে। পরবর্তীকালে যখন কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যপনার কাজে যুক্ত হই, তখন ছোটবেলায় মায়ের শেখানো মধ্যযুগীয় সাহিত্য এবং পেটের দায়ে প্রাইভেট টিউশনের সময় মধ্যযুগের সাহিত্যের যে বিশাল গড়ের মাঠ লক্ষ্য করেছি তাকে উদ্ভাসিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি "বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর অবস্থান"।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার পিতৃ-প্রতিম পরম-পূজ্য শিক্ষক প্রফেসর সুবোধকুমার যশ আমার সুপ্ত-বাসনাটিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সর্বান্তকরণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর প্রেরণা ব্যতিত আমার দ্বারা একাজ সম্ভব ছিল না। সময়-অসময়ে তাঁর মূল্যবান সময়কে অপচয় করে আমাকে সর্বদা বিশ্লেষণীধর্মী আলোচনা এবং বিষয়-ভিত্তিক পরামর্শ দিয়েছেন। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম থেকে অধ্যায় বিভাজন সমস্তটাই তাঁর দেওয়া। আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। এর সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই আমার শিক্ষক মহাশয়রের শিক্ষক অমিত্রসুদন ভট্টাচার্যকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. উৎপল মণ্ডল, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম এছাড়া জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবে যাঁরা আমাকে এই গবেষণা কাজের জন্য সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার বিনম্র প্রণাম।

আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা যারা আমাকে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে বিশেষকরে দেবশ্রী-অঙ্কিতা-অনিন্দিতা-আশীষ-শান্তনু-চয়ন-সুরজ-অভীষ্ট-শুভ-বাপী-নির্মল সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি আমার এই কর্মের জন্য যাঁদের অকৃত্রিম আশীর্বাদ ও ভালবাসা বিহীন সম্ভব ছিল না তাঁরা হলেন আমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দা-ঠাম্মা, মা-বাবা-শ্বশুর-শাশুড়ী-দাদা-ভাই-বোন। আর বিশেষকরে আমার সহধর্মিনী সোমা এবং ছোট্ট মেয়ে সৃজনা (বৃষ্টি) এরা আমার রাত-জাগা প্রহরী। এরাই আমার গবেষণা কর্মটিকে সম্পূর্ণরূপে রূপ দিতে সাহায্য করেছে।

স্থান:

তারিখ:

বিণীত-

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস